প্রথম দাম্পত্য কলহ

আদিপুস্তক ৩ অধ্যায় ১৬পদ

বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমরা বাইবেলরে প্রথম পুস্তক, অর্থাৎ আদিপুস্তকের প্রথম অধ্যায়গুলি থেকে শিখছি। এই সমস্ত অধ্যায়গুলিতে আমরা বিভিন্ন বিষয়ের সূচনাকে দেখতে পাচ্ছি। এই অধ্যায়গুলিতে আমরা এই পৃথিবীর প্রথম সপ্তাহ বা প্রথম মানুষ বা প্রথম পরিবার বা প্রথম মিথ্যা বা প্রথম পাপের সঙ্গে পরিচিত হই। আদিপুস্তক ৩ অধ্যায় পৃথিবীতে পাপের প্রবেশ তথা মানবজাতির পাপে পতনের বিবরণ। ৩ অধ্যায় ১-৬ পদে মানুষ কীভাবে সাপের বেশধারী শয়তানের প্রলোভনে পতিত হয়েছিল, তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ৭-১৩ পদে, এই প্রথম পাপের পরিণামস্বরূপ মানুষ আমরা কীভাবে লজ্জা, ভয় ও অন্যের উপর দোষ চাপানোর রোগে আক্রান্ত হলাম, তা বর্ণনা করা হয়েছে। ১৪-১৯ পদে, মানুষের প্রথম পাপের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমে ১৪-১৫ পদে, সাপ তথা শয়তানের প্রতি ঈশ্বর যে অভিশাপের কথা বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে তার মধ্যে মানুষ আমাদের পাপ থেকে উদ্ধার পরিকল্পনার প্রথম সুসমাচার প্রচারিত হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা গত সপ্তাহে শিখেছি। আজ আমরা ১৬ পদে উল্লেখিত, নারীর প্রতি ঈশ্বর যে শাস্তি প্রদান করেছিলেন, তা থেকে প্রথম দাম্পত্য কলহের বিষয় শিখব। এর দ্বারা আমরা আমাদের বাস্তব জীবনে বিভিন্ন দাম্পত্য কলহের মূল কারণকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করব এবং ঈশ্বরের বাক্য ও আত্মার শক্তিতে দাম্পত্য কলহের উপর জয়লাভ করতে চেষ্টা করব।

১৬ পদে, প্রথম পাপের বিচারের ফলস্বরূপ নারীর প্রতি ঈশ্বর নির্ধারিত শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এখানে নারীর প্রতি দুটি শাস্তিকে নির্দেশ করা হয়েছে -- (১) বেদনাতে সন্তান প্রসব এবং (২) স্বামীর প্রতি অপূর্ণ বাসনা। এই দুটি শাস্তির সঠিক অর্থ আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। কারণ, এর সঠিক উপলব্ধি না থাকায় বর্তমানকালে নারী ও পুরুষের সম্পর্কে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

১। বেদনাতে সন্তান প্রসব (১৬ক) - অনেকের মধ্যে ভুল ধারণা আছে যে, পাপের ফলস্বরূপ নারী ও পুরুষের শারিরিক সম্পর্ক সম্ভব হয়েছে, এবং এরই ফলস্বরূপ সন্তানকে জন্ম দেওয়া সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ, মানুষ যদি পাপ না করত, তাহলে, তাদের সন্তানকে জন্ম দেওয়া সম্ভব হোত না। এমন মারাত্মক মিথ্যাকে আবার বাইবেলের শিক্ষা বলেও চালানো হয়। সন্তান প্রসব কখনও মানুষের প্রথম পাপের ফল নয়। সন্তান প্রসব তথা বহুবংশ ও প্রজাবন্ত হবার আশীর্বাদ ঈশ্বর মানুষের পাপে পতনের পূর্বেই আদম ও হবার প্রতি উচ্চারণ করেছিলেন (আদি ১.২৮)। বাইবেল আরও বলে, **সন্তানেরা ঈশ্বরদত্ত অধিকার, গর্ভের ফল তাঁহার দত্ত পুরস্কার** (গীত ১২৭.৩)। এখন পাপে পতনের পর, ঈশ্বর চাইলে এই আশীর্বাদ (সন্তান প্রসবের) ফিরিয়ে নিতে পারতেন। মানুষ ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করলেও, ভালোবাসার ঈশ্বর মানুষের প্রতি এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করতে পারেননি। কারণ, মানুষের পাপ থেকে পরিত্রাণের যে উপায় ঈশ্বর মনোনীত করেছেন (নারীর বংশধর হয়ে একজন জন্মগ্রহণ করবেন, যিনি শয়তানকে ধংস করবেন, ৩.১৫পদ), তা বাস্তবায়িত করতে নারীকে সন্তান জন্ম দিতে হবে। তাই, সন্তানপ্রসব প্রথম পাপের শাস্তি নয়। কিন্তু সন্তানপ্রসবের সঙ্গে যে ব্যথা ও যন্ত্রণা জড়িয়ে আছে, তা প্রথম পাপের ফল।

একটি শিশুকে এই জগতের আলো দেখাতে গিয়ে কেন এত কষ্ট? কেন অনেক দম্পতির জীবনে গর্ভধারণে এত কষ্ট? দশ মাস দশ দিন ধরে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করতে কেন এত কষ্ট? প্রসববেদনা কেন এত যন্ত্রণাদায়ক? বাইবেল বলে, এ সবই আমাদের আদি পিতা-মাতার প্রথম পাপের ফল। এ কথা যখন আমরা উপলব্ধি করি, তখন হয়ত অনেকে ভালোবাসার ঈশ্বরকে নিষ্ঠুর ঈশ্বর ভেবে ভুল করি। কিন্তু আমরা মনে রাখব আমাদের ঈশ্বর জ্ঞানবান ন্যায়বিচারক। তিনি তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ বিচক্ষণতায় এর দ্বারা পাপের মারাত্মক পরিণতিকে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন। পাপ যে কতখানি গুরুতর বিষয়, পাপকে ঈশ্বর

কতখানি ঘৃণা করেন, তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে সন্তানপ্রসবকে এতখানি যন্ত্রণার বিষয়ে পরিণত করেছেন। প্রথম পাপ মায়েদের সন্তান-প্রসবকে যেমন যন্ত্রণাময় করেছে, ঠিক একইভাবে, দৈনন্দিন জীবনে পাপ আমাদের ব্যবহারিক জীবনকে বিষময় করে তোলে। তাই, পাপ থেকে দূরে থাকতে বাইবেল আমাদের শক্তি ও সাহস যোগায়। সঙ্গে সঙ্গে একথাও আমরা স্মরণে রাখব যে, সন্তান-প্রসবের পর মা সন্তানের মুখ দেখে তার সমস্ত বেদনা ভুলে যায় (যোহন ১৬.২১)।

হিব্রু বাইবেলে "গর্ভবেদনার" জন্য যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা কেবল শারীরিক ব্যথাকে নির্দেশ করে না। হিব্রু বাইবেলে ব্যবহৃত শব্দের অর্থ "দুঃখ," যে শব্দটি পরিশ্রম *(Toil)* শব্দের ধাতু থেকে এসেছে। অর্থাৎ এর অর্থ "প্রাণঘাতী বেদনার পরিশ্রম।" এই কারণেই হয়ত ইংরাজীতে প্রসব-বেদনাকে *Labour* বলা হয়। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, এখানে যে "প্রাণঘাতী বেদনার" কথা বলা হয়েছে, তা কেবল শারীরিক প্রসববেদনা নয়;কিন্তু সন্তানপ্রসব তথা সন্তান-মানুষ করার সঙ্গে জড়িত।

কিন্তু এই বেদনার এখানেই শেষ নয়। কারণ, এইভাবে, সন্তানপ্রসব ও সন্তান মানুষের বেদনার সিংহভাগ মায়েরা বহন করায় দাম্পত্য জীবনে কলহ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সত্য যখন আমরা উপলব্ধি করি, তখন খ্রীস্ট বিশ্বাসী আমাদের উচিত, পাপে পতনের পূর্বে দাম্পত্য-জীবনের জন্য ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা ছিল, তা বাস্তবায়িত করতে উদ্যোগী হওয়া। সন্তান-প্রসবের শারীরিক যন্ত্রণা বাবারা ভাগ করতে না পারলেও সন্তানকে গর্ভেধারণ করার সময় বা প্রসবের পর সন্তানকে উপযুক্তভাবে মানুষ করার কাজে বাবাদেরকে ও মায়েদের পাশে দাঁড়াতে হবে। মানসিক বা সামাজিক দায়িত্ব উভয়কেই পালন করতে হবে।

২। স্বামীর প্রতি অপূর্ণ বাসনা (১৬খ) - "স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকবে"- কথার অর্থ স্ত্রীরা স্বামীর কাছ থেকে যা পায়, তার থেকে বেশি আশা করে। তারা চায় যেন তাদের স্বামীরা আরও বেশি তাদের কথা শোনে; আরও বেশি আবেগপূর্ণ হয়ে কথা বলে; আরও বেশি রোমান্টিক ভাবনা ভাবে; আরও বেশি একসঙ্গে সময় কাটায়;আরও বেশি চিন্তা, অনুভুতি, আশা বা স্বপ্নের কথা বলে। এবং সত্য এই যে, কোন দেশের, কোন সমাজের, কোন জীবিকার স্বামীই তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। কারণ, স্বামীর প্রতি তাদের বাসনা পূর্ণ হবার নয়। হিব্রু ভাষায় "বাসনা" শব্দটি যে ধাতু থেকে এসেছে, তার অর্থ "পিছনে দৌড়ানো"। অর্থাৎ স্বামীর অনুমোদন পাবার জন্য স্ত্রীর তীব্র আগ্রহ, যা পূর্ণ হবার নয়। এ হোল প্রথম পাপের এক শাস্তি। স্বামীর প্রতি এই বাসনার মধ্যে, স্বামীকে নিয়ন্ত্রিত করার বাসনাও অর্ন্তগত। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি, মানুষের প্রথম পাপে পতনের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে বিপরীত লিঙ্গের উপর কর্তৃত্ব চালানোর সংগ্রাম শুরু হয়েছে। এইভাবে, স্বামীর প্রতি অপূর্ণ বাসনা অন্যের স্বামীর প্রতি আকর্ষণকে জন্ম দেয়। কিন্তু তার স্ত্রীও একইভাবে অপূর্ণ বাসনায় ভুক্তভুগী। আসল সমস্যা নিজের স্বামীতে নয়;আসল সমস্যা নিজের হৃদয়ে। সেখানে যেহেতু ঈশ্বর নেই, সেখানে শয়তান পাপের বাসা বেঁধেছে; আর এই পাপই নিজের স্বামীতে বাসনাকে অপূর্ণ রেখেছে। তাই, এই সমস্যার একমাত্র সমাধান, যীশুকে ব্যক্তিগত প্রভু ও পরিত্রাতা বলে গ্রহণ ও বিশ্বাসের দ্বারা পাপের ক্ষমা লাভ।

এখন, একদিকে যখন স্বামীর প্রতি স্ত্রীর বাসনা অপূর্ণ থেকে যায়;অন্যদিকে আবার স্বামীরা তাদের উপর কর্তৃত্ব করে। এর দ্বারা, প্রথম পাপের ফলস্বরূপ, দাম্পত্য-জীবনে স্ত্রী ও পুরুষের সম্পর্ক কীভাবে বিকৃত হয়েছে, তা প্রকাশ পেয়েছে। কর্তৃত্ব করার জন্য যে হিব্রু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তা "রাজার শাসন ক্ষমতাকেও" নির্দেশ করে। পাপের ফলস্বরূপ, দাম্পত্য-জীবনে স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক কলুষিত হয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে, যে হবাকে দেখে আদম "আমার অস্থির অস্থি, মাংসের মাংস" (আদি ২.২৩) বলেছিল, পাপে পতনের পর, তার উপর কর্তৃত্ব করতে, সে এতটুকু দ্বিধা করল না?

পাপে পতনের পূর্বে, স্ত্রীকে পুরুষের "অনুরূপ সহকারিণী" বলা হয়েছে (আদি ২.১৮, ২০)। এর অর্থ, উভয়ে সমকক্ষ ও একে অন্যের প্রয়োজনে পরিপূরক। কিন্তু পাপে পতনের পর, পাপের ফল স্বরূপ, স্বামীর

কর্তৃত্বের নিচে স্ত্রী স্থান পেয়েছে। এরই নিষ্ঠুর, পাশবিক বা দানবিক প্রকাশ পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায় পাতায় আমরা দেখতে পাই। এরই ফলস্বরূপ "পুরুষ-প্রধান সমাজ" নামক বিশেষণে আমাদের সমাজ পরিচয় লাভ করেছে। এরই ফলস্বরূপ, বিভিন্ন স্থানে (এমন কি ধর্মগ্রন্থে পর্যন্ত) স্ত্রীর প্রতি দাসীর আচরণ করা হয়েছে, যাকে আমরা এই কর্তৃত্বের চরম নমুনা বলে চিন্তা করতে পারি। একই কারণে, বর্তমানে প্রায় প্রতিটি গণমাধ্যমে নারীদের ভগ্যপণ্য হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে।

এখানে, আমাদের যে বিষয়টি উপলব্ধি করতে হবে, তা হোল-- দাম্পত্য-জীবনে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে এই বিকৃত সম্পর্ক ঈশ্বর নির্ধারিত বিধান বা বিধির বিধান নয়; এ হোল পাপে পতিত জগতের বর্ণনা। তাই, আদি ৩.১৬ পদ পুরুষতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতাকে প্রশ্রয় নয়; পরিবর্তে, কী হওয়া উচিত ছিল না, তা বর্ণনা করেছে। ঈশ্বরের উত্তম সৃষ্টি মানুষের পাপের দ্বারা কীভাবে বিকৃত ও কলুষিত হয়েছে, তা এই পদের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। তাই, খ্রীস্ট বিশ্বাসী আমাদের দায়িত্ব, পাপে পতনের ফলস্বরূপ, এই যে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক বিকৃত হয়েছে (৩.১৬), তাকে পাপে পতনের পূর্বে ঈশ্বরের পরিকল্পনায় যে সম্পর্ক হওয়া উচিত ছিল (২.১৮, ২০), তা পুনরুদ্ধার করতে চেষ্টা করা।

যীশু তাঁর পার্থিব জীবনে এই কার্যকে বাস্তবায়িত করে গেছেন। মা মরিয়ম, ভগ্নি মগ্দলিনী মরিয়ম, বেথানীর মার্থা ও মরিয়ম, এবং অন্যান্য স্ত্রীলোকদের সঙ্গে সম্পর্কে, যীশু নারীর প্রতি মর্যাদা ও সম্মানের অর্থ কী, তা তুলে ধরেছেন। কিন্তু পাপের দাসত্বে কারারুদ্ধ মানুষ, স্ত্রীলোকদের সঙ্গে যীশুর সেই নিষ্পাপ সম্পর্ককে নিয়ে নোংরা ছবি এঁকেছি বা উপন্যাস লিখেছি *(Da Vinci Code)*। কেবল তাই নয়, পাপকে ভালোবেসে সাধারণ মানুষ আমরা সেই সমস্ত ছবি ও উপন্যাসের প্রতি আগ্রহী হয়েছি।

তাই, ইফিষীয় ৫.২২-৩৩ অধ্যায়ে পৌল খ্রীস্ট বিশ্বাসী আমাদের দাম্পত্য-জীবন কেমন হওয়া উচিত, তার বর্ণনা দিয়েছেন। একদিকে, স্ত্রী যেমন স্বামীর বশীভূতা হবে; অন্যদিকে, স্বামী স্ত্রীকে নিজের দেহ জ্ঞান করে প্রেম করবে। স্বামী অবশ্যই স্ত্রীর মস্তক। কিন্তু এর অর্থ স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ব করা নয়;কিন্তু খ্রীস্ট যেমন দেহরূপ মণ্ড লীর মস্তক হয়ে সেবা, ভালোবাসা, যত্ন ও নিজের জীবন দিয়ে দেহের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন;তেমনই স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের নিজের জীবন দিয়ে ভালোবাসবে। অর্থাৎ, আদিপুস্তক ৩.১৬ পদে প্রথম আদমের পাপের যে বিচার (স্ত্রীর উপর স্বামীর কর্তৃত্ব) ঘোষণা করা হয়েছিল; তা শেষ আদমের প্রায়শ্চি ত্ত কাজের দ্বারা, যীশুতে বিশ্বাসীদের দাম্পত্য-জীবনে ভালোবাসার সম্পর্কে রূপান্তরিত হয়েছে। এর ফলস্বরূপ, স্ত্রী আর স্বামীর কর্তৃত্বের নিচে নয়;কিন্তু তারা একে অন্যের সমকক্ষ, একে অন্যের পরিপূরক। স্বামীরা যেমন পুরুষতন্ত্রের দোহাই দিয়ে স্ত্রীদের উপর কর্তৃত্ব (অত্যাচার) চালাব না;স্ত্রীরাও স্বামীদের উপর নিয়ন্ত্রণ চালাব না। পরিবর্তে, একে অন্যকে ভালোবাসব, একে অন্যের প্রয়োজন মিটাব।

আসুন, খ্রীস্ট বিশ্বাসী আমরা দাম্পত্য-কলহকে জয় করে প্রকৃত ভালোবাসার সেতু গড়ি।